গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

সম্পাদকীয়

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিক 'তথ্য পরিক্রমা' ১২ তম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজের পশ্চাৎপদ, অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নই সংস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে সংস্থাটি সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দেশের ৮টি বিভাগের ৫৮টি জেলায় ৫৩০ অফিস ও প্রায় ৫,৮৯০ জন জনবল দ্বারা ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ লক্ষাধিক পরিবারকে সংগঠিত করে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংস্থা বগুড়া, দিনাজপুর ও ঢাকায় দরিদ্রবান্ধব চক্ষু হাসপাতাল স্থাপন করে স্বল্প খরচে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও সামাজিক এন্টারপ্রাইজ "জিগ্যালোর" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, 'গাক শিশু বিকাশ' উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীন নারী-পুরুষদের ঋণ সহায়তা প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি- মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু কর্মসূচি সম্বলিত সচিত্র প্রতিবেদন 'তথ্য পরিক্রমা' ১২তম সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করছি এ প্রকাশনার মাধ্যমে সংস্থার সুফলভোগীসহ অংশীজনগণ সংস্থার কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তথ্য ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে।

সম্পাদনায়ঃ

সম্পাদক ঃ
ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন, ক্যাপস্টোন ফেলো-এনডিসি
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক

প্রণয়নে ঃ
ড. মোঃ মাহবুব আলম, সিনিয়র পরিচালক
মোহাম্মাদ আরমান হোসেন, উপ-পরিচালক
মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার
সহকারী পরিচালক, কমিউনিকেশন এন্ড ডকুমেন্টেশন

প্রকাশনায়ঃ
কমিউনিকেশন এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগ
গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া।
E-mail: info@guk.org.bd,
Website: www.guk.org.bd
Facebook: https://www.facebook.com/guk.org.bd
Mobile: 01733-366999

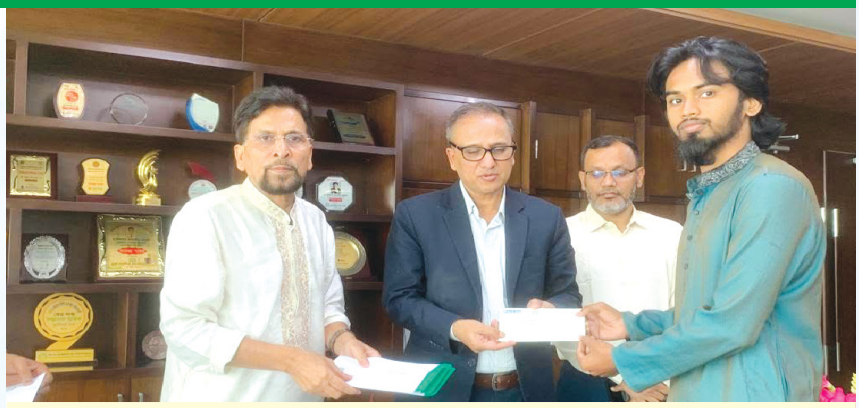

গাক কর্তৃক উচ্চ শিক্ষা বৃত্তির চেক প্রদান

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর অর্থায়নে ২০২০ সাল থেকে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি" কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি ছয় মাস পর পর দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ আব্দুল্লাহ ওমর, মোঃ আরাফাত রহমান, মোছাঃ লিমা আক্তার এবং মোছাঃ সাদিয়া জান্নাতের হাতে উচ্চ শিক্ষা বৃত্তির চেক তুলে দেন ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, এমআরএ। এসময় উপস্থিত ছিলেন গাক'র নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন গাক'র সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং তাদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেন।

গাক'র হল রুমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির উদ্যোগে বগুড়ায় ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

Microcredit Regulatory Authority (MRA)-এর উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর হল রুমে ১৪ মার্চ ২০২৬, শনিবার "ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ আঞ্চলিক সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়েছে। বগুড়া , সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং জয়পুরহাট জেলায় কর্মরত অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ৬৮টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ১৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এনবিএফআই প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এমআরএ'র কর্মকর্তারা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঋণ সহযোগিতা জোরদার, ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের গুরুত্ব, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, এমআরএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরদার আল এমরান, পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া কার্যালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এমআরএ'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ নূরে আলম মেহেদী। এছাড়া এমআরএ'র পরিচালক মোহাম্মদ কামাল হোসাইন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন এমআরএ'র পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, গাক এবং অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস। সেমিনারে বক্তারা বলেন, ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সমন্বয় গড়ে উঠলে তৃণমূল পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও ত্বরান্বিত হবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। সেমিনারে ক্ষুদ্রঋণ খাতের বর্তমান অবস্থা, তহবিলের উৎস, ঋণ বিতরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয়।

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

গাক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (জিআইটি)-এর আয়োজনে পাঁচটি ট্রেডের তিন মাসব্যাপী কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গাক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (জিআইটি)-এর উদ্যোগে ASSET-BWCCI Project-এর আওতায় পরিচালিত পাঁচটি ট্রেড- General Care-giving (Level-2), Care-giving for Infant, Toddler & Children (Level-3), Care-giving for Elderly Person (Level-3), Digital Marketing for Freelancing (Level-3) এবং Computer Operation (Level-3)-এর তিন মাসব্যাপী (৯০ দিন) প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে গাক কনফারেন্স হল রুম, গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়ায় এক সমাপনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিআইটি প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর উপ-পরিচালক মোঃ আরমান হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাক-এর সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার, কো-অর্ডিনেটর (ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস) মোঃ মহিদুল ইসলাম এবং জিআইটি প্রতিষ্ঠানের সেন্টার ম্যানেজার মোঃ ইব্রাহীম হোসেন।

গাক'র আয়োজনে কৃষি ইউনিটভুক্ত (ফসল খাত) অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কৃষি ইউনিটভুক্ত (ফসল খাত) এর আওতায় উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ কর্মশালা ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, শাজাহানপুর, বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাজাহানপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আমিনা খাতুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাক'র সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার, প্রকল্প সমন্বয়কারী ডা. জিয়াউর রহমান, কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুদ রানা প্রধান, বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির প্রতিনিধি এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে শাজাহানপুর উপজেলার কৃষি উদ্যোক্তা, সাধারণ কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং কৃষিখাতের উন্নয়ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিশেষ সম্মাননা অর্জন

জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা থেকে বিশেষ সম্মাননা অর্জন করেছে। সংস্থার পক্ষে এ সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন গাক চক্ষু হাসপাতাল-এর মহাব্যবস্থাপক খালেদ সাইফুল্লাহ। এই সম্মাননা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং মানবকল্যাণে গাক-এর দীর্ঘদিনের নিরলস অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত। ভবিষ্যতেও গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবে।

"নিরাপদ খাদ্য, সুস্থ ভবিষ্যৎ" গাকের উদ্যোগে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৬ উদযাপন

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক), সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে অগ্রগতি হলেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা এখনো একটি বড় জনস্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জ। কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, অনিরাপদ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে সচেতনতার ঘাটতির কারণে খাদ্যজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে-বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে কৃষক ও ভোক্তা উভয়েই প্রয়োজনীয় তথ্য ও দিকনির্দেশনার অভাবে ঝুঁকির মুখে পড়েন। এই বাস্তবতা বিবেচনায় Special Program-Development (Agriculture)-এর আওতায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৬ উদযাপন করেছে গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)। "নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি"-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলায় দিবসটি উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাঠপর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ধারণা দেওয়া। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ১১ টায় মাঝিড়া মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাজাহানপুর উপজেলার উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. মনজুরুল ইসলাম, গাক-এর প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. জিয়াউর রহমান, কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মাসুদুর রহমান এবং মৎস্য কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলাম।

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) কর্তৃক Organizational Capacity Assessment (OCA)

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নাগরিকতা কর্মসূচির আওতায় সংস্থার Organizational Capacity Assessment (OCA) করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন গাক'র সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়াউদ্দিন সরদার, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন এসোসিয়েট মো: জাওয়াদুল করিম, গাক'র সমন্বয়কারী (মানব সম্পদ) মোঃ শাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র একাউন্টস্ অফিসার মওলা হাদিসুর রহমান এবং ইনোভিশন কনসাল্টিং এর তথ্য সংগ্রহকারী আমিনুল ইসলাম ও মোঃ সাহাবুদ্দিন। এখানে উল্লেখ্য যে, Embassy of Switzerland in Bangladesh সুইজারল্যান্ড ও Canada`s Foreign Policy-Global Affairs Canada কানাডা সরকারের যৌথ সমর্থনে GFA Consulting Group GmbH এর ব্যবস্থাপনায় Centre for Policy Dialogue (CPD) এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বদলিয়ে দিয়েছে স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় রাজশাহী বিভাগের ১২টি উপজেলার ১,৫৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২,৪৭,৩৯১ জন শিক্ষার্থী এ খাদ্য কর্মসূচি'র আওতায় স্কুল ফিডিংয়ের সুবিধা ভোগ করছে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো তৃণমূলের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা ও ঝরে পড়ার হার কমিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। স্থানীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা জানান, স্কুল ফিডিংয়ে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার যেমনঃ বনরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট পাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয়মূখী হওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করছেন, এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও পাঠদানে আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

চূড়ান্ত দেনা-পাওনা ও স্টাফ সিকিউরিটি বেনিফিট এর চেক হস্তান্তর

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) পরিবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে, মুজিবনগর শাখার প্রয়াত এফও-৪, মরহুম মোঃ গোলাম রব্বানী, পরিচিতি নং-১১০০৪ এবং তার প্রতি সম্মান ও তার পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাঁর চূড়ান্ত দেনা-পাওনা ও স্টাফ সিকিউরিটি বেনিফিটের চেক পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই মানবিক মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন হুজ্বাকিল মোঃ আবু হাসান, পরিচালক (মনিটরিং এন্ড রিভিউ), মোঃ রাফিউল ইসলাম ও খোরশেদ আলম, যুগ্ম-পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস)সহ অন্যান্য উদ্ধর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ। গাক পরিবার সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে সহকর্মীদের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ পালনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

গাক'র বাস্তবায়নে সিটি ব্যাংকের সহায়তায় প্রান্তিক খামারিদের মাঝে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিটি ব্যাংকের বিশেষ কৃষি সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় "নিরাপদ কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বগুড়া জেলার বগুড়া সদর, গাবতলী ও সারিয়াকান্দি উপজেলা এবং বরিশাল জেলার সদর, পিরোজপুর ও ঝালকাটি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়ায় প্রান্তিক খামারিদের মাঝে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, ডেইরি ও পোল্ট্রি মেশিনারিজ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৪০ জনকে ইনকিউবেটর মেশিন, ১০ জনকে রেফ্রিজারেটর (মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য), ০৮ জনকে সরিষার ঘানি মেশিন, ১৭ জনকে ক্রিম সেপারেটর মেশিন (ঘি উৎপাদনের জন্য), ২৪ জনকে দুধ পরিবহনের ট্যাংকার ও ক্যান এবং মাংস সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ০৩টি বুচারশপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, খামারিদের উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিংয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ৪,৫০০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রান্তিক খামারিদের মাঝে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাক'র সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম, উপ-পরিচালক মোহাম্মাদ আরমান হোসেন, সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ সাইদুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর (ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস) মোঃ মহিদুল ইসলামসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

মানবিকতার ছোঁয়ায় আলোকিত এক দিন

গাক চক্ষু হাসপাতাল-এর উদ্যোগে, জুনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ তমা খন্দকার এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হলো একটি অর্থবহ মানবিক কর্মসূচি। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় চক্ষু-পরামর্শ বাড়ানো হয় সচেতনতা। সকল সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মানী ভাতা ও আগামী এক মাসের খাদ্যসামগ্রী-যা তাদের জীবনযাত্রা ও শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। উল্লেখ্য যে এই আয়োজনে উপস্থিত মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেরা দৃষ্টিশক্তি হারানোর কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলছেন। তাদের এই নীরব সংগ্রাম আমাদের দায়িত্ববোধকে আরও গভীর করে, মানবিক সহমর্মিতার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তোলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের পরিচালক (মেডিকেল) ডাঃ রেজাউন্নবী মন্ডল, উপদেষ্টা ডাঃ আল মোস্তাকিম বিল্লাহ অর্থি এবং বগুড়া খান্দার নিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম তোতা।

গাক চক্ষু হাসপাতাল উদ্যোগে কালাই ডিগ্রী কলেজ মাঠে ফ্রি চক্ষু ক্যাম্প ২৫০ জন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়

দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় চক্ষু চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে গাক চক্ষু হাসপাতাল-এর উদ্যোগে কালাই ডিগ্রি কলেজ মাঠে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পে অসংখ্য রোগীর বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ছানি অপারেশনের জন্য ১২০ জন নির্বাচিত রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশন, ওষুধ ও চশমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে রোগীদের নিজ নিজ এলাকায় পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। অর্থের অভাবে যেন কোনো মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে না ফেলেন-এই লক্ষ্যেই গাক চক্ষু হাসপাতাল নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মানুষের চোখে আলো ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের অঙ্গীকার।

গাক'র উদ্যোগে নাগরিকতা কর্মসূচি: জনগণের অংশগ্রহণে "টেকসই উন্নয়ন" শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় ৩য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বগুড়া জেলার গাবতলী, সারিয়াকান্দি, শাজাহানপুর এবং শিবগঞ্জ উপজেলায় নাগরিক অংশগ্রহণ ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণে "টেকসই উন্নয়ন" শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় সিটিজেন গ্রুপ (সিজি) সদস্যদের ৩য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাটি পরিচালনা করেন গাক'র-এর নাগরিকতা কর্মসূচির মাঠ সমন্বয়কারী মোঃ রাইসুল ইসলাম। সভায় বিগত ত্রৈমাসিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় সিটিজেন গ্রুপের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষা (সোশ্যাল অডিট) কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আসন্ন সভায় তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাগরিকদের ভোটদানের অভিজ্ঞতা, নির্বাচন-পরবর্তী স্থানীয় সরকার কাঠামোর পরিবর্তন এবং বর্তমান সামাজিক-প্রশাসনিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের মতামত ও অভিজ্ঞতা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়াই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, GFA Consulting Group GmbH-এর ব্যবস্থাপনায়, Centre for Policy Dialogue (CPD)-এর বাস্তবায়নে এবং গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর আয়োজনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এ উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে Government of Switzerland, Government of Canada Ges European Union।

গাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় পুকুর ও খাল পুনঃখনন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ ও জিসিএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ইসিসিপি-ড্রট প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলাধীন সাপাহার উপজেলার তিলনা ইউনিয়নে পুকুর ও খাল পুনঃখনন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাক'র উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আরমান হোসেন, সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার, প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ ফেরদাউস হাসান, টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ নাজমুল হোসেন সহ প্রকল্পের কর্মকর্তা, সিসিএজি সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রকল্পের চলতি অর্থবছরে ১৫ কিঃমিঃ খাল ও ১৪ টি পুকুর পুনঃখনন এবং ৬০ টি MAR স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

গাক চক্ষু হাসপাতাল এর আয়জনে PKSF POS-এর সাথে আঞ্চলিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গাক চক্ষু হাসপাতাল -এর আয়োজনে এবং Orbis International, Bangladesh-এর সহায়তায় Comprehensive Cataract Services Project এর আওতায় ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়ায় PKSF POS-এর সাথে আঞ্চলিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আরমান হোসেন, উপ-পরিচালক, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার, সহকারী পরিচালক, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)। সভাটি সঞ্চালনা করেন মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, গাক চক্ষু হাসপাতাল। অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত চক্ষু সেবা বিশেষ করে ছানি অপারেশন কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি প্রকল্পের অগ্রগতি, সেবা মান উন্নয়ন এবং সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই সমন্বয় সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানসম্মত চক্ষু সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা আরও বেগবান হবে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ উদযাপন

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ উপলক্ষে গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর পক্ষ থেকে জাতির সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর উপ-পরিচালক মোহাম্মাদ আরমান হোসেন, সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার সহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ উদযাপনে গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়ায় বর্ণিল আয়োজন

পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া-এ এক প্রাণবন্ত ও বর্ণিল আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনের শুরুতে হাসপাতালের সম্মানিত সিনিয়র পরিচালক, মেডিকেল পরিচালক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঐতিহ্যবাহী পান্তা-ইলিশসহ দেশীয় খাবারের আয়োজন উৎসবের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গান, কবিতা ও প্রাণবন্ত পরিবেশনায় ফুটে ওঠে বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা রূপ। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আয়োজনটি হয়ে ওঠে আরও আনন্দময় ও স্মরণীয়। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে। নতুন বাংলা বছর সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাফল্য।

গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়ায় সিএমই (CME) প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত ও উপদেষ্টার হাসপাতাল পরিদর্শন

গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া কর্তৃক একটি গুরুত্বপূর্ণ Continuing Medical Education (CME) প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাসপাতালের পরিচালক (মেডিকেল) ডাঃ হাসান শহীদ মোঃ রেজাউন্নবী মন্ডল। সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাক'র সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম এবং গাক'র সম্মানিত উপদেষ্টা ডাঃ আল মোস্তাকিম বিল্লাহ অর্থি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপ-পরিচালক মোহাম্মাদ আরমান হোসেন, ব্যবস্থাপক মোঃ মাহমুদুল হাসান সহ হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। CME প্রোগ্রামে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, চক্ষু চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, রোগী সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবাকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপদেষ্টা ডাঃ আল মোস্তাকিম বিল্লাহ অর্থি গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং চিকিৎসা কার্যক্রম, সেবার মান ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করেন। তিনি হাসপাতালের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সেবার পরিধি আরও বিস্তৃত করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

গাক চক্ষু হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও সেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া, দিনাজপুর এবং উত্তরা, ঢাকার সকল ম্যানেজার, একাউন্টস ও মার্কেটিং অফিসারদের অংশগ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হাসপাতালের সামগ্রিক কার্যক্রমের অগ্রগতি, বাজেট ভেরিয়েন্স, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সেবার মান উন্নয়ন এবং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ বিভাগের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক মতামত প্রদান করেন। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন গাক চক্ষু হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন এবং গাক'র সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম সহ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় চেয়ারম্যান মহোদয় হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং রোগীদের উন্নত ও মানবিক চক্ষু সেবা নিশ্চিত করতে সকলকে আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ ২০২৬ উদযাপন

"একসাথে হাত ধরি, গ্লুকোমামুক্ত বিশ্ব গড়ি"-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়ায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্লুকোমা একটি নীরব ঘাতক, যা ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই সময়মতো চোখ পরীক্ষা, নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং গ্লুকোমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাক চক্ষু হাসপাতালের পরিচালক (মেডিকেল) ডাঃ হাসান শহীদ মোঃ রেজাউন্নবী মন্ডল। তিনি গ্লুকোমা প্রতিরোধে নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা ও সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকলকে চোখের যত্নে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। আসুন, সম্মিলিত উদ্যোগ ও সচেতনতার মাধ্যমে গ্লুকোমা প্রতিরোধ করি এবং গড়ে তুলি দৃষ্টিশক্তি সুরক্ষিত, গ্লুকোমা মুক্ত একটি সুন্দর বিশ্ব।

বিশ্ব নারী দিবস ২০২৬ উদযাপন

৮ মার্চ, বিশ্ব নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে "আজকের পদক্ষেপ আগামীর ন্যায়বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ রওনক জাহান, (মাননীয় সিনিয়র সহকারী সচিব), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, বগুড়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাক চক্ষু হাসপাতাল-এর পরিচালক (মেডিকেল) ডাঃ হাসান শহীদ মোঃ রেজাউন্নবী মন্ডল। আলোচনা সভায় বক্তারা নারী ও কন্যাদের অধিকার, নিরাপত্তা, সমতা এবং সমাজের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে আজকের সচেতন পদক্ষেপই আগামী দিনের ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ সময় হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়ায় আনন্দঘন পরিবেশে পিঠা উৎসব ২০২৬ অনুষ্ঠিত

শীতের আবহ ও বাঙালির ঐতিহ্যকে ধারণ করে গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া প্রাঙ্গণে সকল স্টাফদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব ২০২৬। উৎসবে শীতের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু পিঠার আয়োজন, হাসি-আড্ডা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যে মুখরিত হয়ে ওঠে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। সকলের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে দিনটি হয়ে ওঠে আরও বর্ণিল ও স্মরণীয়। এ ধরনের আয়োজন সহকর্মীদের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি কর্মপরিবেশকে আনন্দময় ও প্রাণবন্ত করে তোলে। পিঠা উৎসব ২০২৬-এ অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

গাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SMART Mini Garments উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্ব ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে Sustainable Microenterprise And Resilient Transformation (SMART) Project এর আওতায় "Promoting sustainable Mini Garments through RECP practices" শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলায় মিনি গার্মেন্টস সেক্টরের ১২০০ জন উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৫ এপ্রিল ২০২৬ ইং তারিখ বিশ্ব ব্যাংক ও পিকেএসএফ'র উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গাক'র SMART Mini Garments উপ-প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ এর প্রতিনিধিবৃন্দ বেলা ৯.০০ ঘটিকায় সংস্থার প্রধান কার্যালয় গাক টাওয়ার, বনানীতে আগমন করেন এবং আগত অতিথিবৃন্দকে সংস্থার সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এরপর সংস্থার সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম এর সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় গাক'র সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার SMART প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। আলোচনা সভা শেষে প্রতিনিধিবৃন্দ SMART প্রকল্পের আওতায় Mini Garments সেক্টরে স্থাপিত ২ টি মডেল ওয়ার্কশপ ও কমিউনিটি কনসালটেশন মিটিং করেন। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করণের জন্য সন্তোষ প্রকাশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়ার ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

সফলতার ১১ বছর পূর্ণ করে গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া আজ এগিয়ে চলেছে মানুষের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা ও উন্নত চক্ষু চিকিৎসাসেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে। দীর্ঘ পথচলায় গাক চক্ষু হাসপাতাল অসংখ্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের চোখের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করেছে এবং অনেকের জীবনে ফিরিয়ে এনেছে দৃষ্টির আলো। এই অর্জন সম্ভব হয়েছে সকলের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। প্রতিষ্ঠার ১১ তম বর্ষে গাক চক্ষু হাসপাতালের সকল চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সেবাগ্রহীতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মানবসেবার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে এভাবেই এগিয়ে যাক, মানুষের দৃষ্টির আলো ফিরিয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে আরও সমৃদ্ধ হোক-এই কামনা করি।

গাক'র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগের আয়োজনে ফিল্ড অফিসারদের জন্য "ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণটি গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়ার প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মৌলিক ধারণা, ঋণ ব্যবস্থাপনা, সদস্য নির্বাচন, ঋণ বিতরণ ও আদায়, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা এবং দায়িত্বশীলভাবে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন এবং সংস্থার সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম। অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, দক্ষ ও দায়িত্বশীলভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। তাঁরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মাঠ পর্যায়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফিল্ড অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

তথ্য পরিক্রমা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬) সংখ্যা ১২

গাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SMART Machinery & Equipment প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্ব ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে Sustainable Microenterprise And Resilient Transformation (SMART) Project এর আওতায় "Promoting sustainable growth in machinery and equipment sub-sector through Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) practices" শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি বগুড়া ও নওগাঁ জেলার ৯টি উপজেলায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের ১০০০ জন উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৫ এপ্রিল ২০২৬ ইং তারিখ বিশ্ব ব্যাংক ও পিকেএসএফ'র উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গাক'র SMART Machinery & Equipment প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ এর প্রতিনিধিবৃন্দ বেলা ১২ ঘটিকায় সংস্থার প্রধান কার্যালয় গাক টাওয়ার, বনানীতে আগমন করেন এবং আগত অতিথিবৃন্দকে সংস্থার সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এরপর সংস্থার সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম এর সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় বিশ্বব্যাংক এর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন Mr. Keisuke Lyadomy, Task Team Leader, World Bank, Sophie Dong, Financial Sector Specialist, World Bank, Ms. Sameera Chowdhury, Social Development Specialist, World Bank, Ms. Sharlin Hossain - Environmental Consultant, World Bank। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, AHM Rahat Hossain, Manager, CERD, DPC, SMART Project, গাক এর পরিচালক (এমএফ) মোঃ মুখলেসুর রহমান ও Mr. Keisuke Lyadomy বলেন- RECP কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গাক-এর উদ্যোগ বাস্তবায়নের মান ও প্রভাব আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি।" আলোচনা সভায় গাক'র সহকারী পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার SMART প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। আলোচনা সভা শেষে প্রতিনিধিবৃন্দ SMART প্রকল্পের আওতায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে স্থাপিত ৩ টি মডেল ওয়ার্কশপ ও ১ টি কমন সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে মডেল ওয়ার্কশপগুলোতে RECP কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিশেষ করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য এলইডি বাল্ব এর ব্যবহার, Power Factor Improvement, সোলার প্যানেল, ট্রান্সপারেন্ট টিন, কারখানার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে এডজাষ্ট ফ্যান, ভেন্টিলেশন, ইনসুলেশন স্থাপন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ কারখানার পরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করণের জন্য সন্তোষ্টি প্রকাশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গাক'র উপদেষ্টা কর্তৃক জিগ্যালোর বগুড়া আউটলেট পরিদর্শন

গাক'র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোনোমি এন্ড এগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক জিগ্যালোরের আউটলেট পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাক'র সিনিয়র পরিচালক ড. মোঃ মাহবুব আলম পরিদর্শনকালে তিনি আউটলেটের সার্বিক কার্যক্রম, পণ্য প্রদর্শণ, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও সেবার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং পরিদর্শন শেষে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করেন।